শরণার্থীদের সাহায্যে আইডিয়া

মিডিয়াতে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি বাংলাদেশের সরকার মিয়ানমারের শরণার্থীদের সাথে মানবিক আচরণ করছে। আমরা এর জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারে যখন ঢালাওভাবে মুসলিম নিধন চলছে, তখন তা বন্ধ করার কোন প্রকার আন্তর্জাতিক উদ্যোগ না নিয়ে যদি বাংলাদেশের সীমান্ত পুরোপুরি খুলে দেয়া হয়, তাহলে তা বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বার্থের অনুকূল হবে না। এই প্রেক্ষিতে আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতি, এবং আমরা মনে করি, সরকার তাই করছে।

আমরা যদি আমেরিকা কিংবা কানাডার মত বিশাল ভূখন্ডের দেশ হতাম এবং আরো অনেক বেশি ধনী হতাম, তাহলে হয়তো আমরা এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত পুরোপুরি খুলে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা তো তেমন কোন দেশ নই।

তাই যাদের সেই রকম সম্পদ রয়েছে, যাদের বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব রয়েছে, তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা এই বিষয়ে চুপ না থেকে মিয়ানমারের উপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করুন যাতে মিয়ানমারে এই মুসলিম নিধনযজ্ঞ চিরতরে নির্মুল হয়।

মিয়ানমারের শরণার্থী ইস্যুটি আজকের নয়। দীর্ঘদিন থেকেই তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ কখনোই এই ইস্যুটিকে জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেনি। বাংলাদেশে যে লক্ষাধিক মিয়ানমারের শরণার্থী বসবাস করছে দীর্ঘদিন থেকে, তারা কেমন আছে, কি করছে, সেই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব সবসময়ই ছিল।

কিন্তু আমাদের এখন মনে হচ্ছে, এই মানবিক বিষয়টিকে নিয়ে অসচেতন থাকার আর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তাই আমরা মনে করি শরণার্থীদের সাহায্যার্থে আমাদের সবাইকেই যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমরা যেহেতু আইডিয়া দিতে পারি, আইডিয়া দেয়াই যেহেতু আমাদের কাজ, সেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা শরণার্থীদের সাহায্যার্থে নীচের আইডিয়াগুলো দিচ্ছি। বাংলাদেশ সরকার এই আইডিয়াগুলো বিবেচনা করতে পারে।

১. শরণার্থী কার্ড বিতরণ
আমরা মনে করি, প্রতিটি শরণার্থীর বৃত্তান্ত একটি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করে তাদের প্রত্যেককে একটি নম্বর সম্বলিত কার্ড প্রদান করতে হবে। এতে প্রতিটি শরণার্থী সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারব এবং তার চাহিদা এবং দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারব। এই কার্ড তারা ব্যবহার করতে পারবে জাতীয় পরিচয়পত্র হিসাবে। এই কার্ডের বিপরীতে শরণার্থীদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করতে হবে।

২. জনগণকে সম্পৃক্তকরণ
শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ে বিশেষ ত্রাণ তহবিল খুলতে পারেন যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান দান করতে পারবেন। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমরা যেমন সকলে এগিয়ে আসি, ঠিক সেভাবে মিয়ানমারের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে জনগণকে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দিতে হবে।

৩. শরণার্থী ক্যাম্পের অবস্থান

বর্তমানে শরণার্থীরা শুধুমাত্র কক্সবাজার সংলগ্ন ক্যাম্পগুলিতে অবস্থান করছে। একই স্থানে এতো মানুষের অবস্থানের কারণে তা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাই আমরা মনে করি, শরণার্থী ক্যাম্পগুলিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে না রেখে এই ক্যাম্পগুলিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হোক। নতুন ক্যাম্পগুলি তৈরি করা হোক আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে। বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে বর্তমানে কৃষি শ্রমিকের সঙ্কট রয়েছে। আমরা মনে করি, এই ঘাটতি পূরণ করতে পারবে মিয়ানমারের শরণার্থীরা।

৪. কূটনৈতিক উদ্যোগ

সমস্যাটি যেহেতু বাংলাদেশকেই মোকাবেলা করতে হচ্ছে, সেহেতু এই সমস্যাটির স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশকেই উদ্যোগী হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক তৎপরতা। ভুলে গেলে চলবে না, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশি শরণার্থীদের পরিস্থিতি সারা বিশ্বে তুলে ধরে সুনাম কুড়িয়েছিলেন ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

৫. আন্তর্জাতিক সাহায্য

শরণার্থীদেরকে দীর্ঘমেয়াদে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশ এবং দেশি-বিদেশি এনজিওগুলিকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এই শরণার্থীদের কিছু অংশকে অন্যান্য দেশ যাতে নিতে রাজি হয়, সেই বিষয়ে তাদেরকে অনুরোধ জানাতে হবে।

৬. শরণার্থীদের পরিচয়

সারা বিশ্বে মিয়ানমারের শরণার্থীরা পরিচিতি পাচ্ছে "রোহিঙ্গা" হিসাবে। হতে পারে তারা নিজেরাও নিজদেরকে এই পরিচয়ে পরিচিত করতে গর্ববোধ করে। তবে আমরা মনে করি, এই ইস্যুতে সারা বিশ্বে সচেতনতা সৃষ্টিতে তাদের বর্তমান নামকরণ একটি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। সিরিয়ার শরণার্থীরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে সিরীয় হিসাবে। আফগান শরণার্থীরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে আফগান হিসাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিয়ানমারের শরণার্থীরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পাচ্ছে ভিন্ন নামে। ফলে একজন সাধারণ নাগরিক যিনি এই বিষয়ে খুব একটা সচেতন নন, তিনি হয়তো বুঝতেও পারবেন না এই শরণার্থীরা আসলেই কোন দেশের।

এই শরণার্থীরা ভিন্ন নামে পরিচিতি পাওয়ায় এর সুবিধা পাচ্ছে মিয়ানমারের উগ্রপন্থী গোষ্ঠী যারা এদেরকে নির্মূল করে দিতে চায়। এর ফলে তারা সহজেই বলতে পারছে "রোহিঙ্গা"রা আমাদের নয়। প্রচারণার কারণে এবং এই ধরনের একটি ভিন্ন নামে পরিচিত হওয়ার কারণে অনেকেই

মিয়ানমারের কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু এটা হত না যদি শুরু থেকেই এই শরণার্থীদেরকে মিয়ানমারের শরণার্থী হিসাবে পরিচিত করা হত।

তাই আমরা মনে করি, বাংলাদেশ সরকারের উচিত এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া। আমরা যতদিন এই শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেব, ততদিন তারা সরকারিভাবে পরিচিতি পাবে মিয়ানমারের শরণার্থী হিসাবে। এই শরণার্থীরা জন্মসূত্রে মিয়ানমারের নাগরিক, মিয়ানমার তাদের আবাসস্থল এবং মিয়ানমারের সরকারকে আজ হোক, কাল হোক, এই শরণার্থীদেরকে একদিন নিজেদের মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে – এটাই হবে আমাদের অবস্থান।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
নভেম্বর ৩০, ২০১৬

ছবিসূত্রঃ মি. আনিসুর রহমান, দি ডেইলি স্টার।